Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 87
July-September, 2026
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-06-10
Published : 2026-11-02
DOI: 10.58666/iab.v22i87.363

Impact of drugs on rising crimes in Bangladesh and its remedies: Islamic Perspective

Masudur Rahman*
Dr. Muhammad Nurul Amin**

Abstract

Drug addiction leads to various types of criminal activities including theft, robbery, snatching, murder, rape and eve-teasing, which are thed8 serious threat to the peace and stability of the country. In review of various statistics and analyzing some sensational crimes occurred recently, it has been observed that there is a link between drug and crime, drug addiction influences in committing crime. Drug addicts are involving in various anti-social activities to get money for drugs. Despite the government's zero tolerance policy on terrorism and drugs, the implementation of various existing laws and the measures taken by various international organizations including the United Nations, drug-related crimes are continuing to occur. Gradually it's hindering the socio-economic development of the country. Islam has formulated an eternal and effective policy to reduce the crime and drug addiction from the society. This article has aimed to describe the Islamic principles and views on the effect of drug on committing crime and to find the ways of its remedies in the perspective of Islam. Descriptive and Analytical Methods have been followed in this research. The article shows that integrated application of conventional and Islamic law, awakening of religious and moral values and raising public awareness can cure rising crimes and drugs from the country.

Keywords: Bangladesh, Crime, Narcotics, Islam, Remedies.

* PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. E-mail: anmdrn.ksbd@gmail.com, ORCID: 0009-0008-1585-5171

** Professor, Department of Islamic studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Email: dnaminjnu@yahoo.com, ORCID: 0009-0003-8168-1855

বাংলাদেশে অপরাধ বিস্তারে মাদকের প্রভাব ও এর প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ এবং ইভটিজিংসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়, যা দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি। বিভিন্ন পরিসংখ্যান পর্যালোচনা এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত কয়েকটি আলোচিত অপরাধ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মাদক ও অপরাধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে; মাদকাসক্তি মানুষকে অপরাধ সংঘটনে প্রভাবিত করে। মাদকের অর্থ জোগাড় করতে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদ ও মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি, বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গৃহীত উদ্যোগ সত্ত্বেও মাদকসংশ্লিষ্ট অপরাধ অব্যাহত রয়েছে। ক্রমেই এসব অপরাধ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। সমাজ থেকে অপরাধ ও মাদকাসক্তি দূরীকরণের লক্ষ্যে ইসলাম একটি চিরন্তন ও কার্যকর নীতিমালা প্রদান করেছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা এবং অপরাধ সংঘটনে মাদকের প্রভাব সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা ও প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান করা। এ গবেষণায় বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রচলিত আইন ও ইসলামী আইনের সমন্বিত প্রয়োগ, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ক্রমবর্ধমান অপরাধ ও মাদকাসক্তি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

মূলশব্দ: বাংলাদেশ, অপরাধ, মাদক, ইসলাম, প্রতিকার।

ভূমিকা

আল্লাহ্ মানব জাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। অন্যান্য প্রজাতি থেকে বিবেকসম্পন্ন হওয়ায় মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ কখনও কখনও মানুষ বিবেকহীন হয়ে পাশবিক আচরণ করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়। ইজ্জত লুটে নেয়, সম্পদ কেড়ে নেয়, প্রাণনাশ করে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, অপরাধ সংঘটনের পেছনে যে সকল বস্তু প্রভাব বিস্তার করে তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী বস্তু হচ্ছে মাদকাসক্তি। মাদক এমন এক বিষাক্ত পদার্থ যা মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে দেয়। মাদক শুধু মানুষের বিবেককেই ধ্বংস করে না বরং তা মানব মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে মন-মেজাজের পরিবর্তন ঘটে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি লোপ পায়, আচার আচরণে, চিন্তাশক্তিতে পরিবর্তন ঘটে ও বিচারিক ক্ষমতা লোপ পায়, তৈরি হয় মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। মাদকাসক্তরা একদিকে যেমন নেশার খরচ জোগাতে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাসের মতো জঘন্য অপরাধ করে, অন্য দিকে বিবেকহারা হয়ে পরিবারের অতি আপন জনের

উপর চড়াও হয়। ফলে মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে খুন হয় পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ও সহপাঠী, পিতা-মাতার হাতে প্রাণ যায় তার ঔরসজাত সন্তান ও তার প্রিয়তমা স্ত্রীর, স্ত্রীর হাতে স্বামীর। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করে এবং বেশ কিছু মাদকাসক্তের সাক্ষাতকার গ্রহণ করে ও বিভিন্ন অপরাধ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাদক অপরাধের প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাদকবিরোধী বহুমুখী অভিযান পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মাদক নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, মাদকবিরোধী প্রচারণাসহ নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ একের পর এক ঘটেই চলেছে। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অজ্ঞতা, আল্লাহর ভয়, পরকালের শাস্তি ও অপরাধ ও মাদক সংক্রান্ত ইসলামী বিধান না জানায় মাদকাসক্তি ও অপরাধ মহামারি আকারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। মাদকসেবন ও মাদক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের কিশোরগ্যাং যারা অহরহ ঘটিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। যার বিষাক্ত ছোবলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ। তরুণ যুবশক্তিই দেশের প্রাণ মেরুদণ্ড, আজ সেই মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তা থেকে উত্তরণের পথ বের করে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না করতে পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Research Objectives)

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো-

১. বাংলাদেশে মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা।

২. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদক নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান উদ্যোগের সঙ্গে ইসলামী প্রতিকারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক মূল্যায়ন করা।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions)

এই গবেষণায় নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে-

১. বাংলাদেশে অপরাধ সংঘটনে মাদকাসক্তি কীভাবে প্রভাব ফেলে?

২. বাংলাদেশে মাদক নিয়ন্ত্রণে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা কী হতে পারে?

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে সম্পাদিত একটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী (Descriptive and Analytical) অধ্যয়ন। গবেষণার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে অপরাধ সংঘটনে মাদকের প্রভাব নির্ণয় করা এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিকারমূলক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা। এজন্য সমাজবিজ্ঞান, অপরাধতত্ত্ব ও ইসলামী শরীআহ, এই তিনটি জ্ঞানক্ষেত্রকে সমন্বিতভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি উভয় উৎসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সীমিত পরিসরে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার (In-depth Interview), মাদক নিরাময় কেন্দ্র (ঢাকা ও আশপাশের এলাকা) পর্যবেক্ষণ করে এবং নির্বাচিত কেইস স্টাডি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি তথ্য হিসেবে আল-কুরআন ও সহিহ হাদিস, তাফসির ও ফিকহি গ্রন্থ, অপরাধতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ পরিসংখ্যান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক পত্র-পত্রিকা ও গবেষণা প্রবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে।

সংগৃহীত তথ্যসমূহকে বিষয়ভিত্তিক (Thematic) ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মাদক ও অপরাধের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে সমসাময়িক অপরাধ তথ্য ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ইসলামী বিধান ও নৈতিক দর্শনের তুলনা করা হয়েছে।

গবেষণাটি মূলত গুণগত হওয়ায় নমুনা সংখ্যা সীমিত। কিছু ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতাদের সামাজিক ও মানসিক অবস্থার কারণে তথ্য প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা ছিল। তাছাড়া গোপনীয়তা ও সামাজিক সংবেদনশীলতার কারণে কিছু তথ্য প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক উৎস থেকে তথ্য যাচাই করে গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণা ঘাটতি

মাদকাসক্তি ও অপরাধের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সমাজবিজ্ঞান ও অপরাধতত্ত্বে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। Goldstein (1985) তাঁর The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework প্রবন্ধে মাদক ও সহিংসতার সম্পর্ককে তিনটি শ্রেণিতে ব্যাখ্যা করেছেন: মাদকের প্রভাবজনিত অপরাধ, মাদক সংগ্রহের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সংঘটিত অপরাধ এবং অবৈধ মাদক ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহিংসতা।[১] অন্যদিকে, UNODC-এর World Drug Report মাদক পরিস্থিতি, মাদকসংক্রান্ত ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।[২] বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ মাদক নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা ও আইনগত কাঠামো অনুধাবনে প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে Khan ও Rahman (2013) মুন্সিগঞ্জের নির্বাচিত শহরাঞ্চলের ১৮২ জন মাদকাসক্ত তরুণের ওপর গবেষণা করে বন্ধুমহল, পারিবারিক

---

1. P. J. Goldstein, "The drugs/violence nexus: A tripartite conceptual framework", *Journal of Drug Issues* 15:4 (1985), 493–506. https://doi.org/10.1177/002204268501500406

2. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *World Drug Report 2022* (Vienna: United Nations, 2022), https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html.

দ্বন্দ্ব ও অপরাধে সম্পৃক্ততার মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।[৩] ঢাকায় মাদকবিরোধী অভিযানের প্রভাব নিয়ে ২০২১ সালের একটি গবেষণায় মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তিদের ঝুঁকি, নিরাপত্তা ও ক্ষতি হ্রাসমূলক সেবার বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। এ গবেষণায় মুসলিম সমাজে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে একটি পদ্ধতিগত পর্যালোচনায় ২৪টি গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে সামাজিক কলঙ্ক, গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ, চিকিৎসাসেবার প্রতি আস্থার অভাব এবং পরিবার ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সহায়তার বিষয়গুলো উঠে এসেছে।[৪] Maehira ও সহকর্মীদের (২০১৩) ঢাকা-ভিত্তিক সমীক্ষায় তিনটি বেসরকারি নিরাময়কেন্দ্রের ২৬০ জন অংশগ্রহণকারীর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন-পরবর্তী মাদক গ্রহণে পুনরায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে।[৫]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে Laksana ও সহকর্মীরা (২০২৩) মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে সুফি-অনুপ্রাণিত আধ্যাত্মিক পদ্ধতির সম্ভাবনা আলোচনা করেছেন।[৬] Islam (2023) বাংলাদেশের মাদকাসক্তি মোকাবিলায় ইসলামী বিধান ও প্রচলিত আইনসম্মত ব্যবস্থার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেছেন।[৭] ইসলামী শাস্তিবিধানবিষয়ক গ্রন্থগুলো মাদকসংক্রান্ত অপরাধের আইনগত ভিত্তি ও প্রতিকার বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে। আবদুল কাদির আওদাহ'র 'আল-তাশরি' আল-জিনায়ি আল-ইসলামি' গ্রন্থে ইসলামী ফৌজদারি আইন ও অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস আলোচিত হয়েছে।[৮] মুহাম্মদ হাশিম কামালি-এর Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation গ্রন্থে হুদুদ, কিসাস

3. T. H. Khan, & M. Z. Rahman. "Drug-crime nexus explored: A study on the youths of selected urban areas in Munshiganj District, Bangladesh", *Developing Country Studies* 3:9 (2013)
4. S. I. Khan, S. D. Irfan & M. N. M. Khan, "I held on to the police's leg for mercy": Experiences of adversity, risk and harm among people who inject drugs during an anti-drug drive in Dhaka, Bangladesh", *International Journal of Drug Policy*, 92, Article 103299 (2021). https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103299
5. Y. Maehira, E.I. Chowdhury, M. Reza, "Factors associated with relapse into drug use among male and female attendees of a three-month drug detoxification–rehabilitation programme in Dhaka, Bangladesh: a prospective cohort study", *Harm Reduct* 10:14 (2013). https://doi.org/10.1186/1477-7517-10-14
6. A. W. Laksana, H. Hartiwiningsih, H. Purwadi & A. Mashdurohatun, "The Sufism healing as an alternative rehabilitation for drug addicts and abusers", *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 11:1 (2023)
7. Jahirul Islam, "The Rise of Drug Addiction in Bangladesh: Searching of Ways to Minimize this Problem in the Context of Islam." *Islami Ain O Bichar* 13:49 (2023): 121–152. https://doi.org/10.58666/s2y6m783
8. ʿAbd al-Qadir ʿAwdah, *Al-Tashriʿ al-Jinaʾi al-Islami Muqaranan bil-Qanun al-Wadʿi* (Cairo : Dar al-Hadith, 2009).

ও তাযীরের বিধান এবং সমকালীন প্রয়োগ পর্যালোচিত হয়েছে।[৯] ড. আহমদ আলী'র 'ইসলামে শাস্তি আইন' এবং মোহাম্মদ মোস্তফা কামালের 'মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম' গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে শাস্তিবিধান ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধান পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে।[১০]

এসব গবেষণা মাদক ও অপরাধের সম্পর্ক, আইন প্রয়োগ এবং ইসলামী প্রতিকারের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অপরাধের সম্ভাব্য কারণ, বিদ্যমান মাদক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এবং ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনকে সমন্বিতভাবে মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক প্রতিকারমূলক সুপারিশ প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

অপরাধ, মাদক ও মাদকাসক্তি

অপরাধঃ অপরাধ এর বাংলা অর্থ- দোষ, ত্রুটি, আইনবিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডণীয় কর্ম, পাপ, অধর্ম ইত্যাদি।[১১] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো offence, crime, guilt, sin etc.[12] এর আরবি প্রতিশব্দ جناية، إثم، جريمة، جرم[13]. অপরাধের সংজ্ঞার বিভিন্ন দিক বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। অপরাধের সংজ্ঞায়নে বাংলাপিডিয়ায় উল্লেখ রয়েছে- "সাধারণভাবে অপরাধ বলতে সমাজ কর্তৃক শাস্তিযোগ্য কোন অন্যায় আচরণকে বোঝায়।" সুতরাং অপরাধ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে হলে একটি সমাজ বিশেষ কোন্ কাজগুলোকে অপরাধ হিসাবে বিচার করে, তা দেখা অপরিহার্য। সামাজিক দৃষ্টিকোণে "সমাজে প্রচলিত আদর্শসমূহের যে কোন লঙ্ঘনকে অপরাধ বলে"। আইনগত দৃষ্টিকোণে "অপরাধ আইন বা দণ্ডবিধি উদ্দেশ্যমূলকভাবে লঙ্ঘন করাকে অপরাধ বলা হয় এবং এর জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তির বিধান রয়েছে"।[১৪] ইসলামের পরিভাষায় 'অপরাধ' বলতে শরীআতের এমন আদেশ ও নিষেধ যা লঙ্ঘন করলে কিসাস, হদ্দ অথবা তাযীর প্রযোজ্য হয়।[১৫] সুতরাং,

9. Mohammad Hashim Kamali, *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation* (Oxford: Oxford University Press, 2019). https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.001.0001
10. Dr. Ahmad Ali, *Islame Shasti Ain* (Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2009); Mohammad Mostafa Kamal, *Moulik Samasya Samadhane Islam* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2006)
11. Dr. Muhammad Enamul Haque, *byaboharik bangla abhidhan* (Dhaka: Bangla Academi, 2014), 40
12. Mohamad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque, *Bengali-English Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 2010), 29
13. Dr. M. Fazlur Rahman, *al-Mu'jam al-Wafi* (Dhaka : Riyad Prakashani, 2014), 58
14. https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7, Search on Date: 14/7/2025
15. Mawlana Muhammad Musa & Mawlana Muhammad Mujammel Haque, *bidhiboddho islami ain* (Dhaka: Islamic foundation Bangladesh, 2018), 49

অপরাধ হলো- কোন ব্যক্তি কর্তৃক আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ সম্পাদন করা। মূলত আইন ভঙ্গ মূলক কাজই অপরাধ। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইনসাফপূর্ণ ও কল্যাণকর জীবন বিধানের পরিপন্থী ক্রিয়াকর্মের নামই অপরাধ।[১৬]

মাদক, মাদক দ্রব্য ও মাদকাসক্তি: শাব্দিক দিক দিয়ে মাদক বলতে মত্ততা জন্মায় এমন দ্রব্য বা মত্ততা সৃষ্টিকারী দ্রব্য বিশেষ; নেশার দ্রব্য, মত্ততা বা নেশা উৎপাদন শক্তি বোঝায়।[১৭] মাদক এর ইংরেজি প্রতিশব্দ intoxicating, inebriant, addictive, stupefying, drug etc.[১৮] মাদক দ্রব্যের আরবি প্রতিশব্দ[১৯] شراب، مسكر، خمر، راح 'খামর' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। খাম্‌র (خمر) অর্থ: 'সমাচ্ছন্ন করা', 'ঢেকে দেওয়া', 'কোন বস্তুর সাথে মিশে গিয়ে ক্ষতির কারণ হওয়া'। এই সকল অর্থের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই 'মদ' বা 'শরাবকে' ও 'খামর' বলা হয়।[২০] *Oxford advanced learners dictionary*-তে বলা হয়েছে, "An alcoholic drink made from the juice of grapes that has been left to ferment"[২১]. গবেষক ড. মুহাম্মদ সামাদ মাদক-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "যে সকল ঔষধ বা দ্রব্যাদি সেবন করলে মানুষের স্বাভাবিকভাবে শারীরিক বা মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, মানুষ অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং উত্তরোত্তর সেসব ঔষধ বা দ্রব্যাদি সেবনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় তাই মাদকদ্রব্য হিসেবে আখ্যায়িত হয়।" [২২]

ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি হয় এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে 'মাদকদ্রব্য' (خمر) বলা হয়। হাদীসে নববীতে মাদকের পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই মদ, আর প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তু হারাম।"[২৩]

16 Moulana Muhammad Abdur Rohim, *aporadh protirodhe Islam* (Dhaka: Islamic foundation Bangladesh, 1991), 7

17 Enamul Haque, byaboharik bangla abhidhan, 975

18 Ali, Moniruzzaman & Tareque, *Bengali-English Dictionary*, 659

19 Fazlur Rahman, *al-Mu'jam al-Wafi*, 829

20 Mawlana Muhammad Musa & Mawlana Muhammad Mujammel Haque, *bidhiboddho islami ain*, 371

21 A.S. Hornby, *Oxford advanced Learners Dictionary of Current English*, *Eighth edition* 2005 (Oxford : Oxford University Press, 2005), 1766.

22 Dr. Muhammad Samad, "madoksokti ebong madokdrobyo chorachalaner rajnoitik o orthonoitik dik", *dhaka bishwabidyalay potrika* 42(1992) : 48

23 Abū al-Husāyn Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī an-Naysābūrī, *As-Sahih* (Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī., 1955), Hadith: 5219

عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ﷺ: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.

"ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে বলেন- হে মানব সমাজ, নিশ্চয় মদকে হারাম করা হয়েছে। মদ পাঁচটি বস্তু থেকে তৈরি হয়: আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও জব। আর যে বস্তু সেবনের ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়, তাই মাদক।"[২৪]

মাদকাসক্তি: মাদকদ্রব্য মাঝে মধ্যে বা নিয়মিত সেবন বা গ্রহণের ফলে যেসব মানসিক ও শারীরিক নির্ভরতা সৃষ্টি হয় ও ক্রমাগত সেই দ্রব্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও গ্রহণের মাত্রা বা ডোজ বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই অবস্থাকে মাদকাসক্তি বলা হয়। মাদক দ্রব্য গ্রহণ করলে মানুষের শারিরীক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং দ্রব্যের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টির পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে, ব্যক্তির এই অবস্থাকে মাদকাসক্তি বলে এবং যে গ্রহণ করে তাকে মাদকাসক্ত বলে।[২৫] *Sociology and Social Life*-গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Drug addiction is the habitul use of certain narcotic that leads in time to mental and moral deterioration, as well as to deleterious social effects." মাদকাসক্তি হচ্ছে এ্যালকোহাল জাতীয় পানীয় সেবনের অভ্যাস, যা মস্তিষ্ক এবং যকৃতসহ মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার নিজ জীবন ও তার পরিবারের অন্যদের জীবনও বিপন্ন করে তোলে।[২৬]

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশ কোন মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হয়েও মাদকাসক্তির সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে ৭ম স্থানে অবস্থান করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মাদক প্রবেশের দুটি বড় দিক হলো আখাউরা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে স্থলপথ ও নাফ নদী হয়ে মিয়ানমার থেকে নৌ পথ। এই দুই পথ দিয়ে দৈনিক ব্যাপক হারে মাদক প্রবেশ করছে। সাম্প্রতিক কালে রোহিঙ্গা স্মরণার্থীদের অনুপ্রবেশে ও তাদের মায়ানমারে যাতায়াত সুবিধার কারণে মাদক প্রবেশে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। পথদুটো দিয়ে মাদক দেশের

24 Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *As-Sahih* (Riyadh: Darussalam Publishers, 1999), Hadith no: 5588

25 Dr. Muhammad Ruhul Amin & Mohammad Abu Jafar Khan, "Bangladesher prekhapote madokdrobyo o madoksokti samasya: Islami dristivongi", *Islamic foundation patrika* 40:4 (april-june, 2001) : 63

26 Kimbal Young and W. Mack Raymond, *Sociology and Social Life* (U S A : New Yourk, 1962), 446

বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মাদক এর নতুন সংযোজন ইয়াবা ট্যাবলেট যা এখন সর্বত্রই হাতের নাগালে। আইন সৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মাদক বিরোধী বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে বহু সংখ্যক মাদক উদ্ধার করেছে ও মাদকাসক্তকে আইনের আওতায় নিয়ে এসেছে। প্রতিদিন ঢাকায় গড়ে মাদকের সঙ্গে জড়িত ৫০ জন গ্রেফতার হয়। শুধু ঢাকায় নয়, সারা দেশের চিত্র প্রায় একই, মাদক আইনে মামলা অন্যান্য অপরাধের তুলনায় অনেক বেশি, গড়ে প্রায় ৫০০ মাদকের মামলা হয় প্রতিদিন।[২৭] মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ীপুরুষদের পাশাপাশি নারী ও শিশুদের মধ্যেও মাদক ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে মাদকাসক্ত মানুষের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (Department of Narcotics Control) পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে দেশে আনুমানিক ৮৩ লাখ লোক মাদকাসক্ত, যা সর্বমোট জনসংখ্যার প্রায় ৪.৮৯%।[২৮] এটি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ জরিপ। এর আগে ২০১৮ সালে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (National Institute of Mental Health) 'National Mental Health Survey 2019' শীর্ষক গবেষণায় দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৩৬ লাখ বলে অনুমান করা হয়েছিল।[২৯] নতুন তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ছয় বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, যা দেশের মাদক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির প্রতিফলন। জরিপের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৬১ লাখ মানুষ গাঁজায় আসক্ত, যা মোট মাদকাসক্তের প্রায় ৫২ শতাংশ। ইয়াবা ব্যবহার করে ২৩ লাখ মানুষ, যা ২০ শতাংশ। মদে আসক্ত মানুষের সংখ্যা ২০ লাখ ২৪ হাজার, যা মোটের ১৭ শতাংশ। এছাড়া প্রায় ৩ লাখ ৪৬ হাজার মানুষ ফেনসিডিল ও অনুরূপ মাদক ব্যবহার করে এবং ৩ লাখ ২০ হাজার মানুষ নিয়মিত হেরোইন সেবন করে।[৩০]

বাংলাদেশ সরকার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টকার্ড-এর মাধ্যমে অপারেশন, মামলা ও গ্রেফতার করে আইনের আওয়াত নিয়ে আনছে প্রতিনিয়ত।

[27] *Daily Janakantha*, 6 December, 2020

[28] Ahmdul hasan, "deshe madoksakto 83 lakh, kon madke koto asakto", *Daily Prothom Alo*, 26 June 2025, https://www.prothomalo.com/bangladesh/wvgkkx2ghe?

[29] Dr Md Faruq Alam (edi.), *National Mental Health Survey 2019* (Dhaka: National Institute of Mental Health, 2019)

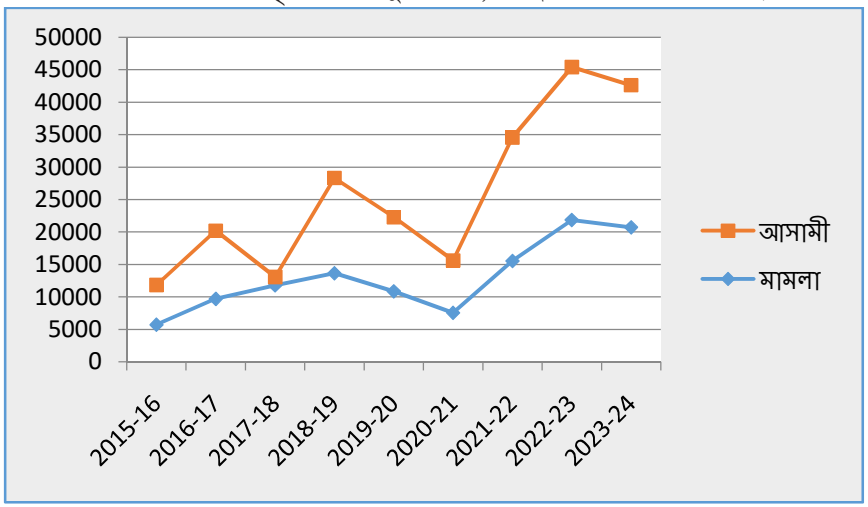
[30] Ahmdul hasan, "deshe madoksakto 83 lakh, kon madke koto asakto"

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে দায়েরকৃত মামলা ও আসামী সংখ্যা[৩১]

ক্রম	অর্থবছর	মামলা	আসামী
১.	২০১৫-১৬	৫৭৩২	৬১০৫
২.	২০১৬-১৭	৯৬৯৮	১০৫০৬
৩.	২০১৭-১৮	১১৭৮৫	১২৯০
৪.	২০১৮-১৯	১৩৬৪৮	১৪৬৭৯
৫.	২০১৯-২০	১০৮৬০	১১৪১১
৬.	২০২০-২১	৭৫৬৩	৮০৫৮
৭.	২০২১-২২	১৫৫২৭	১৯০২৯
৮.	২০২২-২৩	২১৮৩৪	২৩৫৮০
৯.	২০২৩-২৪	২০৭০৪	২১৯২৪

সারণী-১: মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান

সারণী ১ এ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অপরাধে দায়েরকৃত মামলা ও আসামীসংখ্যার সমান্তরাল বৃদ্ধির চিত্র ফুটে উঠে, নিম্নের Line chart এ দ্রষ্টব্য:



সূত্র: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে পরিচালিত মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাদক সংশ্লিষ্ট মামলার সংখ্যা এবং আসামির সংখ্যা

[31] Department of Narcotics Control, *Annual Report 2023-2024* (Dhaka: Department of Narcotics Control, Home ministry, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2024), 17-18

সামগ্রিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিদ্যমান। মামলার সংখ্যা ২০১৫-২০১৬ সালে ছিল ৫,৭৩২টি, যা ২০২২-২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ২১,৮৩৪টিতে উন্নীত হয়। একই সময়ে আসামির সংখ্যা ৬,১০৫ থেকে বেড়ে ২৩,৫৮০ জনে পৌঁছায়, যা মাদক অপরাধের সামাজিক বিস্তারের ইঙ্গিত বহন করে।

খ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টাগার্ড কর্তৃক আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য[৩২]

ক্রম	বছর	আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য
১.	২০১৫	(১) ইয়াবা-২০১৭৮৫৮১ পিস, (২) গাঁজা-৩৯৯৬৭.৫৯৪ কেজি, (৩) হেরোইন-১০৭.৫৩৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৮৬৯৮২৮ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫১০৪.৭৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৫৯৪৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ- ৩২২৫৮৯ বোতল (৮) কোকেন-৫.৭৭৮ কেজি।
২.	২০১৬	(১) ইয়াবা-২৯৪৫১৭৮ পিস, (২) গাঁজা-৪৭১০৪.৬৫৫ কেজি, (৩) হেরোইন-২৬৬.৭৮৫ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৬৬৫২৫ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৭৫.৬৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫২৭৪০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৮৪২০৪ বোতল (৮) কোকেন-০.৬২ কেজি।
৩.	২০১৭	(১) ইয়াবা-৪০০৭৯৪৪৩ পিস, (২) গাঁজা-৬৯৯৮৯.৫০৮ কেজি, (৩) হেরোইন-৪০১.৬৩৩ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭২০৮৪৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৩৩৮.৭২লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১০৯০৬৩ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৫৫৮০৬ বোতল (৮) কোকেন-৩.৬ কেজি।
৪.	২০১৮	(১) ইয়াবা-৫৩০৪৮৫৪৮ পিস, (২) গাঁজা-৬০২৯৫.১২৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৫১.৫০৬ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭১৫৫২৯ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৫৩৯.৯৫ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৮৭০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১০৫৭১৯ বোতল (৮) কোকেন-০.৭৫কেজি।
৫.	২০১৯	(১) ইয়াবা-৩০৪৪৬৩২৮ পিস, (২) গাঁজা-৩২৬৫৭.৬৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৩২৩.২৭৯৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৯৭৬৬৬৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১৮৩১.০৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪১২৩৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১১৩২৭৯ বোতল (৮) কোকেন-১কেজি।
৬.	২০২০	(১) ইয়াবা-৩৬৩৮১০১৭ পিস, (২) গাঁজা-৫০০০৭৮.৫৪৯ কেজি, (৩) হেরোইন-২১০.৪৩৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-১০০৭৯৭৭ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১২৯.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৬০৮ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৩২৫৩৯ বোতল (৮) কোকেন-৩.৮৯৩কেজি।

[32] Department of Narcotics Control, *Annual Report 2023-2024*, 18-19

ক্রম	বছর	আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য
৭.	২০২১	(১) ইয়াবা-৫৩০৭৩৬৬৫ পিস, (২) গাঁজা-৮৬৬৯৬.২৮১ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪১.২২১ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৫৭৪৩০১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১০৬.৬০৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৩০৭০ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২৫৩২৮ বোতল (৮) কোকেন-১.৫৫ কেজি।
৮.	২০২২	(১) ইয়াবা-৪৫৮৬৮৫৬৯ পিস, (২) গাঁজা-১১৫৩৬৭.৮৬৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৩৩৮.২৭৯ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৭০৬০৬১ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-২৮৬.৪৬ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-২১৫৫১১ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৭৩৫৮০ বোতল (৮) কোকেন-৮.৫৭ কেজি।
৯.	২০২৩	(১) ইয়াবা-৪২৯৭৭২১৯ পিস, (২) গাঁজা-১১২১৬৫.৮২১ কেজি, (৩) হেরোইন-৭০০.৯২৮ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-৪৮২৪৩৩ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-৮২.৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৮০৯৬২ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-৩৩৪৯৫৪ বোতল (৮) কোকেন-১৩.০০৩ কেজি।
১০.	২০২৪ (জুন পর্যন্ত)	(১) ইয়াবা-১২৬৭৭১০৬ পিস, (২) গাঁজা-৭৬১৫৯.৭৭ কেজি, (৩) হেরোইন-৩৫৭.৪৪৪ কেজি, (৪) ফেন্সিডিল-২৫৮৫৭৮ বোতল, (৫) ফেন্সিডিল-১৩.৫ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৫৭৪৫৬ এ্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৩৫৫৮০ বোতল (৮) কোকেন-৪৮.৩৫৮ কেজি।

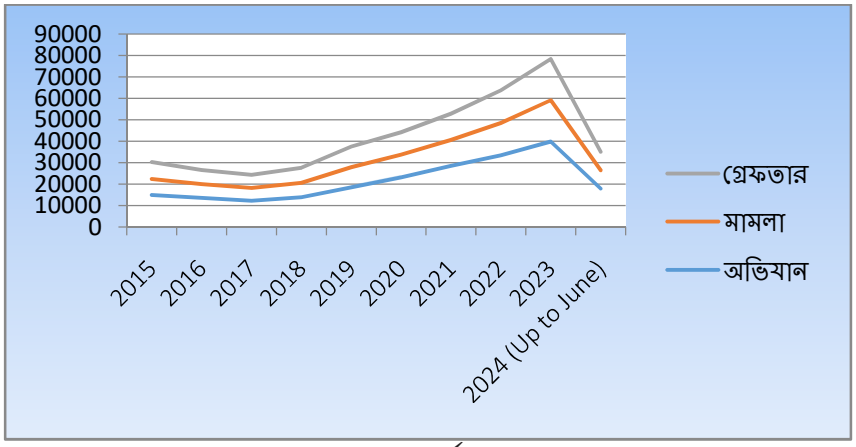
উদ্ধারকৃত মাদকের ধরন বিশ্লেষণে ইয়াবার আধিপত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইয়াবা উদ্ধার ২০১৭, ২০১৮ ও ২০২১ সালে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় (৫ কোটিরও বেশি পিস), যা বাংলাদেশকে একটি বড় ট্রানজিট ও ভোক্তা বাজারে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ২০১৭, ২০১৮ ও ২০২১ সালে ইয়াবা উদ্ধারের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সীমান্ত ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালান নেটওয়ার্কের সক্রিয়তার দিকটি নির্দেশ করে। গাঁজা উদ্ধার ২০২০ ও ২০২২ সালে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় (১ লাখ কেজির বেশি), প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে শুধু আমদানিকৃত নয়, বরং দেশীয় উৎপাদনভিত্তিক মাদক বাজারও শক্তিশালী হচ্ছে। হেরোইন উদ্ধার ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ (৭০০ কেজির বেশি), যা উচ্চমূল্যের মাদকের বাজার সম্প্রসারণের প্রতিফলন। অন্যদিকে ২০২৩ ও ২০২৪ সালে কোকেন উদ্ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি মাদক সংস্কৃতির নতুন মাত্রা, বিশেষত শহুরে ও উচ্চবিত্ত সমাজে প্রবেশের ইঙ্গিত বহন করে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পেলেও মাদক চোরাচালান আরও সংগঠিত ও বহুমুখী রূপ নিচ্ছে।

গ. মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান[৩৩]

সালের নাম	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার
২০১৫	১৪৯৩৭	৭৪৮৭	৭৮২৩
২০১৬	১৩৫৪১	৬৪৩০	৬৫৯২
২০১৭	১২২১২	৫৯৯১	৬০৪৪
২০১৮	১৩৮২১	৬৭৭৬	৬৮৬৬
২০১৯	১৮৪২৪	৯৪৪৪	৯৪৮৪
২০২০	২৩১৯৩	১০৪৭১	১০৪৯৮
২০২১	২৮৫০৬	১২১৪৭	১২১৭২
২০২২	৩৩৩৯২	১৫১৭০	১৫২১১
২০২৩	৩৯৮৫৯	১৯২৩৮	১৯২৫৩
২০২৪ (জুন পর্যন্ত)	১৭৮৬২	৮৬০৭	৮৬০৭

সারণী-৩: মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান

সারণী ৩ এ অভিযান, মামলা ও গ্রেফতারের সংখ্যার সমান্তরাল বৃদ্ধির চিত্র ফুটে উঠে, নিম্নের Line chart এ দ্রষ্টব্য:



সূত্র: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

[33] Department of Narcotics Control, *Annual Report 2023-2024*, 18-19

মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অভিযানের সংখ্যা ২০১৫ সালের ১৪,৯৩৭ থেকে ২০২৩ সালে বেড়ে ৩৯,৮৫৯টিতে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অভিযান, মামলা ও গ্রেফতারের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি রাষ্ট্রের দমনমূলক অবস্থানের একটি ইতিবাচক দিক হলেও, অপরদিকে উদ্ধারকৃত মাদকের পরিমাণ ও মাদকাসক্তির হার কমেনি, বরং বেড়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোবাইল কোর্ট ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও দীর্ঘমেয়াদে মাদক সমস্যার মূল কারণগুলো, যেমন বেকারত্ব, সামাজিক অবক্ষয়, সীমান্ত দুর্বলতা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার ঘাটতি দূরীকরণ করতে পারছে না। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাফল্য থাকা সত্ত্বেও মাদক সমস্যা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

সারণী ১, ২ ও ৩ এ উপস্থাপিত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে মাদক সমস্যা গত এক দশকে কেবল বিস্তৃতই হয়নি, বরং তা আরও সংগঠিত, বহুমাত্রিক ও গভীর সামাজিক সংকটে রূপ নিয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিসংখ্যান একত্রে বিবেচনা করলে মাদক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান লক্ষ করা যায়।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে মাদক ও মাদকাসক্তির যোগসূত্র নিয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম ও তৎসংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য অংশ:

আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বহুমুখী পদক্ষেপ সত্ত্বেও দিনদিন অপরাধ বেড়েই চলেছে। হত্যা, খুন, ধর্ষণ, ইভটিজিং, জুয়া, কেসিনো, চুরি-ডাকাতি, ছিন্তাই-রাহাজানীসহ সড়ক দুর্ঘটনা অহরহ ঘটেই চলেছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের অপরাধের তথ্যচিত্র, গণমাধ্যমে প্রকাশিত মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধের সংবাদ ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে, বিশেষজ্ঞগণের মতামত এবং বেশকিছু মাদকাসক্তের অপরাধ কর্ম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, মাদক অপরাধ এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও মাদকের সাথে অপরাধ সংঘটনের একটি সম্পর্ক বা যোগসূত্র রয়েছে। বিষাক্ত মাদকের ছোবলে অকালে ঝরে পড়ছে অসংখ্য প্রাণ, মাদকাসক্তের ভয়াল থাবায় চলে যাচ্ছে মূল্যবান জীবন, সম্ভ্রম হারাচ্ছে অসংখ্য নারী ও শিশু, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, জুয়া, ক্যাসিনো ইত্যাদি। ধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা, খুনসহ সকল অপরাধের ৮০ শতাংশই মাদকাসক্ত, তারা এই সমস্ত অপরাধের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত এবং নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে সন্ত্রাস, ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ মাদকাসক্তি। মাদক সেবন করার পর অনেকের মধ্যে এক ধরনের অপরাধ সংঘটিত করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার ক্ষেত্রে মাদক বেশি প্রভাব ফেলে। অনেকেই মাদক সেবনের পর

পরিবেশ পরিস্থিতির সুযোগে ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী হত্যাকাণ্ড ঘটায়।[৩৪] মাদকাসক্তি মানুষকে অপরাধ সংঘটিত করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। কারণ মাদকাসক্ত হলে সে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাদক অপরাধের প্রভাবক বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ শিরোনাম:

- 'মাদক অপরাধের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে'।[৩৫]
- ধর্ষণ, খুনসহ অধিকাংশ অপরাধের পেছনেই মাদক।
- সকল অপরাধ ও সন্ত্রাসের জনক মাদক।[৩৬]
- মাদকের ছোবলে বাড়ছে অপরাধ।[৩৭]
- মাদক ও সন্ত্রাস পরস্পরের হাত ধরে চলে।[৩৮]
- মাদকের ছোবলে বাড়ছে অপরাধ।[৩৯]
- ৮০ শতাংশ সামাজিক অপরাধ ঘটে মাদকের কারণে।[৪০]
- কিশোর অপরাধের পেছনে মাদক আর রাজনীতি।[৪১]

১. মাদকাসক্ত হয়ে হত্যাকাণ্ড

কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হলে সে ভাল-মন্দ, আপন-পর, লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিচার করার ক্ষমতা হারায় এবং তার মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটে। এর ফলে সে হিংস্র হয়ে উঠে। মাদকের ভয়াবহতা প্রতিনিয়তই বিস্তার লাভ করছে। সমাজ, পরিবার বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- সবখানে এখন মরণ এ নেশার থাবা পড়েছে। আর এতে বাড়ছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সম্প্রতি এমন কিছু নৃশংস খুনের ঘটনা ঘটনা ঘটেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে নেপথ্যের কারণ হিসেবে রয়েছে মাদক। নিম্নে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত মাদকাসক্ত হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংবাদ এর কিয়দংশ উল্লেখ করা হল:

- **স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা:** ৭ আগস্ট, ২০২৫ বৃহস্পতিবার নেশায় বাধা দেওয়ায় গাজীপুরের শ্রীপুরের বরমী মধ্যপাড়া গ্রামে সুইটি আক্তার নিশি (২২) নামে এক গৃহবধূকে নির্মমভাবে নির্যাতনের পর হত্যা করার অভিযোগ ওঠে তার মাদকাসক্ত স্বামী নুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে।[৪২]

34 *Daily Janakantha*, 6 December, 2020
35 *Daily Amader samoy*, 18 april 2018
36 *Daily Janakantha*, 01 February, 2021
37 *Daily Inqilab*, 01 February, 2021
38 *Daily Jugantor*, 07 September, 2016
39 *Daily Inqilab*, 11 February, 2017
40 *Daily Prothom Alo*, 24 January 2016
41 *Daily Prothom Alo*, 08 September, 2019
42 Sheikh Jahangir Alam, 'madaker thabay barche nrisangso hotya', *Daily khaborer kagoj*, 12 August, 2025, https://www.khaborerkagoj.com/special-report/877397

- **মাদকের ব্যবসায় ঝগড়া থেকে হত্যা:** ৬ আগস্ট, ২০২৫ বুধবার ঢাকার বংশালে ঘটে মাদককে কেন্দ্র করে খুনের ঘটনা। এদিন মাদক বিক্রেতা হীরাকে বাকিতে দুই পিস ইয়াবা দিতে বলেন জীবন মিয়া নামে এক মাদকসেবী। বাকিতে ইয়াবা দিতে না চাইলে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ধারালো চাকু দিয়ে হীরার বাম গালে, বুকে ও পেটে উপর্যুপরি আঘাত করে পালিয়ে যান জীবন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হীরার। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে জীবনকে। তিনি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।[৪৩]

- **ছেলের হাতে বাবা হত্যা:** ৫ আগস্ট, ২০২৫ মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর পূর্ব চাম্বল গ্রামে 'মাদকাসক্ত' ছেলের দায়ের কোপে দুলাল রুদ্র (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হন। পুলিশ জানায়, তপন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাবার কাছে টাকা চায়। না দেওয়ায় কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দা দিয়ে বাবাকে কুপিয়ে জখম করে সে।[৪৪] একই চিত্র লক্ষণীয়, ২৭ জুলাই, ২০২৫ রোববার বরিশালের উজিরপুরের পশ্চিম খাটিয়ালপাড়া গ্রামে মাদকের টাকার জন্য বাবা শাহ আলম খানকে (৬৫) ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে ছেলে শাহরিয়ার শিমুল (৩৫)। উজিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, শিমুল মাদকের টাকার জন্য প্রায়ই তার বাবার ওপর নির্যাতন চালাতেন। একইচিত্র লক্ষণীয় যে, ১১ জুন, ২০২৫ বুধবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার চরবংশী ইউনিয়নে মামুন (৩৫) নামে এক যুবক মাদকের টাকা চাইলে বাবা হজরত আলী তা দিতে অপারগতা জানান। এর জেরে অজু করার সময় ধারালো দা দিয়ে বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করেন মাদকাসক্ত ছেলে। এ রকম আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে কেবল মাদকের ভয়ানক প্রভাবে।[৪৫]

- **প্রতিবেশিকে হত্যা:** ৪ আগস্ট, ২০২৫ সোমবার বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার কাকচিড়া ইউনিয়নের রূপদোন বাজারে মাদকসেবী ইদ্রিসের হামলায় বিজয় কৃষ্ণ হালদার (৭০) নামে এক পলি- চিকিৎসক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গুরুতর আহত হন। ভুক্তভোগীর ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুরসহ মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেলের রড (জাম্পার) দিয়ে পিটিয়ে তার দুই হাত ভেঙে দেয় ইদ্রিস।[৪৬]

- **নিষ্ঠুর বাবা, ক্ষত-বিক্ষত ছেলে:** চোখের নিচে কালশিটে। পিঠ জুড়ে লাল ক্ষত। তাকালেই গা শিউরে উঠে। সারা গায়ে নির্যাতনের চিহ্ন। ... ১১ বছরের শিশুটি তারই বাবার হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

43 ibid
44 ibid
45 ibid
46 ibid

বুধবার রাতে শিশুটির বাবা আব্দুল্লাহ আল-তারেককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ... জানা যায় তারেক মাদকাসক্ত। শুধু মাদকাসক্তই নয়, প্রায়ই স্ত্রীর গায়ে তিনি হাত তোলেন।[৪৭]

- **বাবা-মাকে গলা কেটে হত্যা:** যশোরের চৌগাছায় নেশার টাকা না পেয়ে বাবা ও মাকে কুপিয়ে গলা কেটে হত্যা করেছে মাদকাসক্ত পুত্র।[৪৮]
- **মাদকাসক্ত ভাইয়ের প্রাণ নিল কিশোর ছোট ভাই:** মাদকের টাকার জন্য প্রায় সময় মা-বাবাকে মারধর করতেন বড়ভাই। বাধা দিলে ছোট ভাই ও বোনের ওপরও চলত নির্যাতন। এক দিন রাতে বড়ভাইকে ভিটের এক কোণায় ইয়াবা সেবন করতে দেখে জেদ চেপে যায় ছোট ভাইয়ের। পেছন থেকে গিয়ে প্রথমে পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করে। বড়ভাই মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ছুরি দিয়ে বাম পায়ের রগ কেটে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। এরপর ভিটে থেকে একাই লাশ টেনে নিয়ে গিয়ে আনুমানিক দেড়শ গজ দূরে ধান খেতে ফেলে আসে।[৪৯]
- **ঐশী থেকে সুমন: মাদকের ভয়াল থাবায় বিপন্ন তরুণ প্রজন্ম:** ২০১৩ সালের ১৬ আগষ্ট মাদকাসক্ত কন্যা ঐশীর হাতে সস্ত্রীক পুলিশ কর্মকর্তা খুনের ঘটনা দেশবাসীকে নাড়া দেয়। ২০১২ সালের ১৪ মার্চ পুরান ঢাকায় ভাইয়ের হাতে ভাই খুন হয়। ২০১৩ সালের ১৩ মার্চ নাটোরের লালপুরে মাদকাসক্ত ছেলের শাবলের আঘাতে বাবা নিহত হয়। সুমন পরিবারের অলক্ষ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ...বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সে বাবার গলায় ছুরি চালিয়ে দেয়। এতে ঘটনা স্থলেই বাবার মৃত্যু হয়।[৫০]
- **'বোন আমাকে বাঁচা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে':** "বোন ওরা আমাকে মেরে ফেলবে, প্রতিদিন আমাকে মারে। আমাকে বাঁচা বোন। মাকে বল কালই এসে আমাকে যেন এই নরক থেকে নিয়ে যায়।" মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও নেশাগ্রস্ত স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির নির্যাতন থেকে বাঁচতে ছোট বোনের কাছে আর্তনাদ করেছিল সুমাইয়া আক্তার বর্ষা। বাঁচার আশায় বোন মীমকে ভিডিও কল করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল এ কথাগুলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জের বন্দরে শ্বশুর বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয় বর্ষার।[৫১]

নেশাখোর সন্তানদের হাতে ২৭৩ বাবা-মা খুন, প্রাণ গেছে সাড়ে তিন শতাধিক নারীর, সন্তান হত্যা ১১ জন, ৩৭ মাদকাসক্তের অকালমৃত্যু।[৫২] বর্তমানে (২০২৫)

47 *Daily Prothom Alo*, 19 September, 2019
48 *Daily Inqilab*, 26 December, 2019
49 *Daily Prothom Alo*, 23 May, 2018
50 https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/199164
51 *Bangladesh pratidin*, 20 August, 2019
52 *Bangladesh pratidin*, 17 January, 2018

৪৪ শতাংশ খুনের ঘটনায় মাদকের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়।[৫৩] বাংলাদেশে বিগত এক দশকে ২০০ এর অধিক বাবা-মা তাদের মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে খুন হয়েছেন।[৫৪] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মাদকাসক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে স্ত্রী হত্যা, বাবা-মাকে খুন, সন্তান নির্যাতন, প্রতিবেশী হত্যা এবং মাদক ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধ থেকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে মাদকের টাকার জন্য বাবা-মাকে হত্যা, নেশায় বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে নির্যাতন ও খুন, কিংবা মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে পরিবার ধ্বংসের মতো ঘটনা বারবার ঘটছে। অতীতে 'ঐশী হত্যাকাণ্ড'-এর মতো ঘটনাও প্রমাণ করে যে মাদক তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক ও মানসিকভাবে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে আরও উঠে এসেছে, নেশাগ্রস্ত সন্তানদের হাতে বাবা-মা, স্ত্রী ও প্রতিবেশি প্রাণ হারিয়েছেন, যা মাদকাসক্তিকে একটি গুরুতর সামাজিক ও মানবিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। সার্বিকভাবে বলা যায়, মাদকাসক্তি কেবল একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে না; বরং তা পরিবার ভেঙে দেয়, সামাজিক নিরাপত্তা বিনষ্ট করে এবং নৃশংস অপরাধ বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য এক ভয়াবহ হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

২. মাদকাসক্ত কর্তৃক ধর্ষণ

মাদকাসক্ত হলে তার বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়, ফলে সে যে কোন ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে দ্বিধাবোধ করে না। ফলে তার মাধ্যমে ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তী খুন-খারাপি অবলীলায় ঘটে যায়।

- **গ্রেপ্তার মজনু মাদকাসক্ত সিরিয়াল ধর্ষক:** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত মজনু (৩০) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি, ২০২০) গভীর রাতে গাজীপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার (৮ জানুয়ারি, ২০২০) গ্রেপ্তারকৃত মজনুকে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গ্রেপ্তারকৃত মজনু একজন সিরিয়াল ধর্ষক। বিভিন্ন সময়ে সে রাস্তায় নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করতো। সে মাদকাসক্ত।[৫৫]
- **বাবুগঞ্জে বৃদ্ধাকে ধর্ষণ, ধর্ষক গ্রেফতার:** বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার উত্তর আগরপুর গ্রামে ৭০ বছর বয়সের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার কথা বলে গত সোমবার রাতে ওই বৃদ্ধার ঘরে আশ্রয় নিয়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ধর্ষক মাদকাসক্ত জাকির

53 https://www.dailyprotidinerbani.com/drug-addiction-affecting-half-of-crimes-in-bangladesh/
54 '80 lakh addicted to drugs; 50% crimes linked to substance abuse', *Daily Sun*, 03 Jul 2025, https://www.daily-sun.com/post/812227
55 *Daily Bhorer Kagoj*, 8 January, 2020

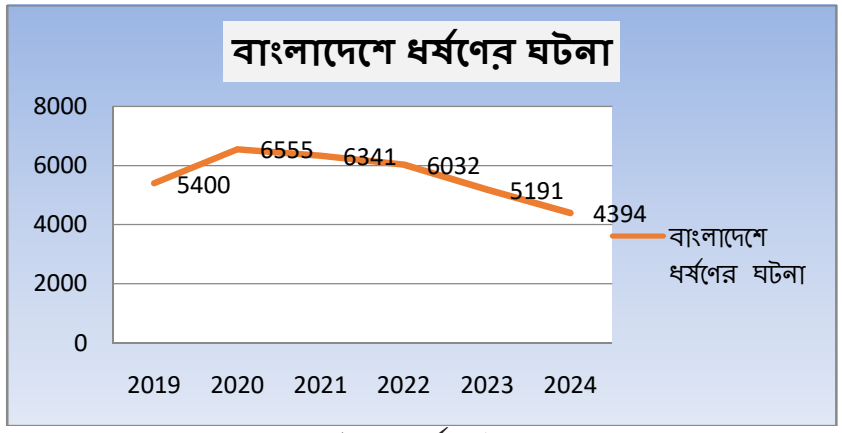
সিকদারকে মঙ্গলবার রাতে গ্রেফতার করে বুধবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। ধর্ষিতা বৃদ্ধার ডাক্তারি পরীক্ষা শের-ই বাংলা মেডিকেলে সম্পন্ন হয়েছে। বরিশাল আদালতে ২২ ধারায় জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে ওই বৃদ্ধার।[৫৬]

- **ধর্ষক দেলোয়ারের উত্থান যেভাবে:** নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে গৃহবধু নির্যাতনের মূল হোতা দেলোয়ার এক সময় ছিলেন সিএনজি চালক। ... তারপরই মাদক বিক্রেতা, সেখান থেকে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন বাহিনীর প্রধান। ... গড়ে তুলেছেন অস্ত্র ও মাদকের রমরমা ব্যবসা। ... সরেজমিন ঘুরে জানা যায়, বেগমগঞ্জের সীমান্তবর্তী পূর্ব এখলাশপুর গ্রামে গড়ে উঠেছে কয়েকটি কিশোর গ্যাং। খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও মাদকব্যবসা এই বাহিনীগুলোর রুটিন কাজ। এ রকমএকটি গ্রুপের প্রধান হচ্ছে মো. দেলোয়ার হোসেন। ... অল্প সময়ের ব্যবধানে দেলোয়ার এখন শীর্ষ মাদক সম্রাট ও এলাকার ত্রাস। গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রাত ৯টার দিকে উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের খালপাড় এলাকার নূর ইসলাম মিয়ার বাড়িতে গৃহবধুর (৩৫) বসত ঘরে ঢুকে তার স্বামীকে পাশের কক্ষে বেঁধে রেখে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে শ্লীলতাহানি করে দেলোয়ার ও তার সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী দল। ঐ সময় গৃহবধু বাধা দিলে তারা তাকে বিবস্ত্র করে বেধড়ক মারধর করে মোবাইলে ভিডিও চিত্র ধারণ করে।[৫৭]

২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ধর্ষণের হার ৩.৮০ অর্থাৎ প্রতি ১ লাখ নারীর মধ্যে প্রায় ৪ জন নারী-শিশুকেই ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে, যা স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি। আমরা দেখতে পাই ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ ও ২০১৮ সালে প্রতি লাখে ধর্ষণের হার যথাক্রমে ০.৩৯ জন, ২.৩৭ জন, ২.৩৮ জন ও ২.৪৫ জন। শুধু পরিসংখ্যান বিবেচনায় ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ধর্ষণের এ হার বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় প্রতি লাখে ১.৩৫ জন বা এক-তৃতীয়াংশ।[58] নারী-শিশু ধর্ষণের এ হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স ওয়েবসাইট এ প্রকাশিত, অপরাধ পরিসংখ্যান (Crime Statistics) অনুযায়ী দ্রষ্টব্য-[59]

সাল	বাংলাদেশে ধর্ষণের ঘটনা
২০১৯	৫৪০০
২০২০	৬৫৫৫
২০২১	৬৩৪১
২০২২	৬০৩২
২০২৩	৫১৯১
২০২৪	৪৩৯৪

56 Bangladesh pratidin, 24 June, 2020
57 https://www.ekushey-tv.com/114163
58 *Daily Prothom Alo*, 3 February, 2020
59 https://www.police.gov.bd/en/january_2020, Accessed on daate 17/1/2026



সূত্র: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে ২০১৪ থেকে ২০২৩ এ ১০ বছরে ধর্ষণ ও ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় মোট ৭৩,৬৫২টি মামলা দায়ের করা হয়, যেখানে অভিযুক্ত করা হয়েছে ১,১৭,০০২ জনকে। পুলিশ এদের মধ্যে ৬৭,৩৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। ৬১,৮৪০টি মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে এবং ১০,৮৮৪টি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন (ফাইনাল রিপোর্ট) জমা দেওয়া হয়েছে। চলমান এ কার্যক্রমের পাশাপাশি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (PBI) এ সংক্রান্ত ৮৪টি আলোচিত/গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিশ্লেষণ করে, যেখানে ৮৭ জন সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে আসামীদের ২০.২৩% ছিল মাদকাসক্ত।[৬০] সর্বোপরি, প্রায় ২০% বা তার বেশি ধর্ষণ মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে মাদকাসক্তি পাওয়া গেছে, যা ধর্ষণের মত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রধানতম কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. মাদকাসক্ত কর্তৃক ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ইভ-টিজিং

তরুণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকের ভয়াল থাবায় পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ভবঘুরে দিনযাপন করে। অলি-গলি, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে, মাঠে-ময়দানে বসে আড্ডা দেয়। তারা স্কুল-কলেজগামী মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করে। মাদক এর টাকা সংগ্রহ করতে না পেরে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজির পথ বেছে নেয়। সংবাদ মাধ্যমে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রতিবেদনের অংশ নিম্নরূপ:

- **কিশোর গ্যাং অপ্রতিরোধ্য:** কিশোর গ্যাং অপ্রতিরোধ্য; 'গ্যাং কালচারের' নামে সারা দেশে কিশোরদের একটি অংশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তারা পাড়া-মহল্লার প্রভাবশালী, মাস্তান বা বড় ভাইদের হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। দল বেঁধে মাদক সেবন করার পাশাপাশি পাড়া-মহল্লায় নারীদের উত্ত্যক্ত করে।[৬১]

60. https://www.dhakatribune.com/bangladesh/393595/familiar-faces-behind-most-rape-cases-reveals-pbi
61 *Daily Inqilab*, 29 September, 2019

- **কিশোরগঞ্জে ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে 'কিশোর গ্যাং' কালচার:** কিশোরগঞ্জে দিন দিন ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে উঠতি কিশোরদের 'গ্যাং কালচার'। ...এক সময় বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ইভটিজিং, নিজেদের মধ্যে মারধরে তারা সীমাবদ্ধ থাকলেও...এখন চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ এবং খুন-খারাপির মতো ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে।[৬২]

অসংখ্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও, সারা দেশে পথশিশুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধির পাশাপাশি, তাদের মধ্যে মাদকের ব্যবহারও বাড়ছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৫৮ শতাংশ পথশিশু মাদকাসক্ত, বেসরকারি সংস্থাগুলি (এনজিও) দাবি করে যে প্রকৃত সংখ্যা ৭০ শতাংশেরও বেশি। আসক্তিতে আটকে থাকা এই শিশুদের অনেকেই চুরি, ছিনতাই এবং অন্যান্য অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে।[৬৩]

৪. মাদকাসক্ত কর্তৃক সড়ক দুর্ঘটনা

- **সড়কে ভয়ঙ্কর মাদকাসক্ত চালক:** সড়ক দুর্ঘটনা ও বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ চালকদের মাদকাসক্তি। নেশার ঘোরে বেপরোয়া বাস চালায় অসংখ্য চালক। অন্যদিকে সন্ধ্যার পর গাড়ির স্টিয়ারিং ধরেন অধিকাংশ কিশোর হেলপার, যাদের মধ্যেও মাদকাসক্ত রয়েছে প্রচুর। প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকার শক্তি জোগাতে ইয়াবা ও গাঁজা সেবন করে অধিকাংশ চালক। ...গাড়ি চালকদের মাদক সেবনের কারণে ৩০ শতাংশ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আর ৯৮ শতাংশ চালক কোন না কোন ভাবে মাদক গ্রহণ করে।[৬৪]

Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)-এর Accident Research Institute-এর জরিপে বলা হয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত চালকদের মধ্যে প্রায় ২০% চালক মাদকাসক্ত ছিল এবং তাদের ঝুঁকিগ্রহণ (risk-taking) প্রবণতা বেশি ছিল, যা দুর্ঘটনা বাড়ায়।[৬৫] বাংলাদেশে পেশাদার চালকদের মধ্যে মাদকাসক্তি সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়, পেশাদার লাইসেন্সের জন্য ডোপ-টেস্ট (মাদক পরীক্ষা) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।[৬৬]

62 *Daily Naya Diganta*, 20 October, 2019
63 'Street children increasingly trapped in drugs and crime', *Daily Sun*, 29 Sep 2025, https://www.daily-sun.com/post/829684?
64 *Bangladesh pratidin*, 24 September, 2019
65 Ariful Islam Mithu, 'Research findings show that around 20% of drivers in the accidents are drug addicts', *The Business Standard*, 19 July, 2022, https://www.tbsnews.net/features/panorama/research-findings-show-around-20-drivers-accidents-are-drug-addicts-460890
66 South Asia Monitor, 'With rising road accidents, Bangladesh makes dope test mandatory for professional driving license', https://www.southasiamonitor.org/bangladesh/rising-road-accidents-bangladesh-makes-dope-test-mandatory-professional-driving-license,

২০১৬ সালের আগস্ট মাসের ৩১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে 'মাদকাসক্তি ও সড়ক দুর্ঘটনা' শীর্ষক এক গোলটেবিলের তথ্যমতে জানা যায়। গোলটেবিল থেকে আরও জানা যায়, ৯৮ শতাংশ চালক কোনো না কোনোভাবে মাদক গ্রহণ করেন। দূরপাল-ার যানবাহনের চালকদের মধ্যে বড় একটি অংশ বিভিন্ন ধরনের মাদক গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে ইয়াবা সেবনকারীর সংখ্যাই বেশি। অনেকেই গাঁজা ও ফেনসিডিলে আসক্ত। বিশেষ করে রাতের বেলায় দূরপাল-ার ভারী যানবাহন চালকরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালান এবং সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। একই ধরণের ২০০৭ সালে ব্র্যাকের রোড সেফটি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ভারী যানবাহন (বাস-ট্রাক) চালকদের প্রায় ৬৯ শতাংশ মাদকসেবন করেন।[৬৭] সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ অনুযায়ী, মদ্যপান বা নেশাজাতীয় দ্রব্যসেবন করে চালক মোটরযান চালালে ৩ মাসের কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিতে মাদকের প্রভাব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামত

ড. অরুপ রতন চৌধুরী: জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির উপদেষ্টা ও মানস (মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. অরুপ রতন চৌধুরী বলেন, সকল অপরাধ ও সন্ত্রাসের জনক মাদক। মাদক সেবীরা তাদের মাদক কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে অবৈধ ব্যবসা, ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ ও ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়ছে। মাদকাসক্তির কারণে সমাজে সকল ধরনের অনাচার ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। নেশার টাকা জোগান দিতে আসক্তরা বেছে নেয় বিভিন্ন অন্যায় পথ। যার ফলে ঘটছে খুন, ছিনতাই, ডাকাতির মতো ঘটনা। নেশার জন্য বাবা খুন হচ্ছে সন্তানের হাতে। মাদক এখন সকল অপরাধ ও সন্ত্রাসের জনক।[৬৮]

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ক্লিফোর্ড: ১৯২০ এবং ১৯৩০ দশকের যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ক্লিফোর্ডসহ এবং ম্যাকির প্রবর্তিত বহুল আলোচিত 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা' তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে যেই বসতি বা সমাজে জনসংখ্যার সংখ্যা অত্যধিক থাকবে, দরিদ্রতা, বেকারত্বসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যা বেশি থাকবে সেই সমাজে বা বসতিতে মাদকের ব্যাবহার ও ব্যবসা বেশি থাকবে। একই সাথে মাদককে কেন্দ্র করে সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন অপরাধের সাথে যুক্ত থাকবে।[৬৯]

মাদকাসক্তদের ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট (Pharmacological Effects) এবং আচরণগত পরিবর্তন : বিভিন্ন মাদক যেমন মেথামফেটামিন, কোকেন, হেরোইন, অ্যালকোহল ইত্যাদি সরাসরি মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রে কাজ করে ডোপামিন, সেরোটোনিন, নোরএপিনেফ্রিন-এর মতো নবোট্রান্সমিটার সিস্টেমে পরিবর্তন আনে, যার ফলে

67 *Alokito Bangladesh*, 26 June, 2025
68 *Daily Janakantha*, 23 July, 2019
69 https://www.channelionline.com/

ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ কমে যায় (disinhibition), ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার মানসিক ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিঘ্নিত করে, তথা স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমায়।[৭০] ফলশ্রুতিতে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে অপরাধ বা সহিংস আচরণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।[৭১] সাধারণ জনগণের তুলনায় মাদকাসক্তদের সহিংসতা/অপরাধে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪-১০ গুণ বেশি থাকে।[৭২] সর্বোপরি, নেশা ও সহিংস অপরাধ/আচরণ মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, বিশেষ করে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের সময় বা ব্যবহারের কারণে আচরণগত নিষ্ক্রিয়তা কমে যায় এবং সহিংসতা/অপরাধের ঝুঁকি বেড়ে যায়।[৭৩]

কেইস স্টাডিঃ পর্যবেক্ষণ

(১) মারপিট করাঃ ঢাকার ভাটারা এলাকায় 'ক' নামে এক ব্যক্তি প্রায়ই এলাকার লোকজনকে গালিগালাজ ও মারধর করে থাকেন। তার সাথে কথা বলে জানা গেছে তিনি প্রতিদিনই মাদক গ্রহণ করেন। মাদকাসক্ত হয়ে কারণে অকারণে মারামারিতে লিপ্ত হয়ে যান। তাকে নিয়ে এলাকায় অনেক বিচার-আচার হয়েছে। তার নামে একাধিক মামলা ও রয়েছে।

(২) গাড়ী চাপা দিয়ে হত্যাঃ বনানী এলাকার বি ব্লক এর ১৬ নং রোডের ২৩ নং সড়কে এক মাদকাসক্ত ড্রাইভার বেপরোয়া গাড়ী চালিয়ে একটি প্রাইভেট কার, একটি ভ্যানকে চাপা দিয়ে রাস্তা সংলগ্ন বাড়ীর বাউন্ডারী দেয়াল ভেঙ্গে দেয়। ভ্যানচালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। গবেষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। গাড়ীর যাত্রীদের সাথে কথা বলে জানা গেলো চালক মাদকাসক্ত ছিলেন।

(৩) নারী নির্যাতন : কাজের বুয়া 'খ'-এর স্বামী একজন মাদকাসক্ত। সে তার বন্ধুদেরকে নিয়ে তার নিজ বাসায় মদ পান করে। তার স্ত্রী তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে প্রায়ই স্ত্রীকে মারধর করে। ইয়াসমিন প্রায়ই তার কাজ শেষ করে বাসায় ফিরে দেখে তার স্বামী বন্ধুদেরকে নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় মাতলামি করছে। ঘরের দরজা খোলার কথা বললে বলে, তুই বাহিরে দাঁড়িয়ে থাক। ইয়াসমিন বার বার দরজা নক করায় তাকে মারধর করে ও শেষ পর্যন্ত তাকে তালাক দেয়।

---

70 Emmeke B. Kooistra, "Substance Abuse, Self-Control and Crime." *The Cambridge Handbook of Compliance* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 499–515

71 Emil Ahopelto, Ada Asogwa, Alexander Kremer, Amna Rizvi, Lily Saberi and Abigail Shields , 'The Impact of Substances on the Brain: Relationship Between Substance Use and Crime', *OxJournal*, Oct 20, (2025)

72 Zhong, Shaoling et al. "Drug Use Disorders and Violence: Associations With Individual Drug Categories." *Epidemiologic reviews* 42:1 (2020): 103-116. doi:10.1093/epirev/mxaa006

73 Sharon M. Boles and Karen Miotto, 'Substance abuse and violence: A review of the literature', *Aggression and Violent Behavior* 8:2 (2003) : 155-174, https://doi.org/10.1016/S1359-1789(01)00057-X.

সাক্ষাতকার

মাদকাসক্তের সাক্ষাতকারঃ 'গ' একজন ঠিকাদার, মিরপুরের মনিপুরে তার নিবাস। গবেষকের সাথে কয়েকটি মানবাধিকার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুবাদে পরিচয়। একদিন গবেষক থেকে ৫ হাজার টাকা ধার নিলো, বললো খুব সংকটে আছে, বাসায় চাল নেই, কিছুদিন পরই পরিশোধ করে দেবে। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আরো ৫ হাজার টাকা নিলো একই কথা বলে। এর কিছুদিন পর আরো দশ হাজার টাকা নিলো ছেলেকে ভর্তি করাবে বলে, কিছুদিন পর সে মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুর পর তার পুত্র টাকার জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় বললো তার পিতা অতিরিক্ত মাদক গ্রহণ করার কারণে মারা গেছেন এবং আমার নিকট থেকে আনা সব টাকা মাদকের জন্য খরচ করেছিলেন।

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পর্যবেক্ষণঃ ঢাকার বারিধারা, গুলশানে অবস্থিত 'উত্তরণ' মাদক নিরাময় কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে কয়েকজন মাদকাসক্তের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, তারা সকলেই মাদকের টাকা সংগ্রহ করতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্ম যেমন মোবাইল ছিনতাই, চুরি, পকেট কাটা ইত্যাদি করে থাকেন।

মাদকাসক্তের পরকীয়া আসক্তিঃ ঢাকার কুড়িল বিশ্বরোডের বাসিন্দা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মাদকাসক্তের সাথে কথা বলে জানা গেছে সে মাদক গ্রহণ করার ফলে তার মধ্যে এক ধরনের যৌন আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়। তখন সে পর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার বিরুদ্ধে থানায় বেশ কয়েকটি অভিযোগও রয়েছে।

অপরাধ সংঘটনে মাদকের প্রভাব বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

মাদকের শাব্দিক পরিচয় থেকে স্পষ্ট যে, মাদকাসক্তি মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে বিপর্যয় বয়ে আনে। মদপানে বস্তুগত ও ধর্মীয় নানাবিধ বিশৃংখলা ও অনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। এর শাস্তি, বিবেক হিফাজতের জন্য রচিত হয়েছে। ইসলামের নৈতিক সৌন্দর্য ও উদ্দেশ্যগত তাৎপর্য (مقاصد الشريعة) হলো মানুষের জীবনের মৌলিক ৫টি দিক এর সংরক্ষণ করা, যথা- (১) বিবেক (২) সম্পদ (৩) ইজ্জত (৪) বংশ (৫) ধর্ম, আর মাদক এমন এক বিষাক্ত পদার্থ, যা এই মৌলিক পাঁচটি জিনিসের উপরই আঘাত হানে। তাই শরীআত এই ৫টি দিক এর সংরক্ষণ করাকে লক্ষ্য রেখে মাদককে নিষিদ্ধ করেছে। মদের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর দিক হলো, এটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধিতে প্রভাব ফেলে; যার ফলে মানুষ ন্যায়-অন্যায় ভুলে পাপের পথে অগ্রসর হয়।

আল-কুরআনঃ মাদক মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে ও মারামারি তথা যে কোন ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে পারে। এরশাদ হচ্ছে-

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায়[৭৪]। মদেও নেশায় বিভোর হয়ে এমন সব কাণ্ডকীর্তি সংগঠিত হয়েছিল, যা প্রথমে পারস্পরিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৭৫]

আল-হাদিস: জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার জন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা লোপ পেলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মাদকাসক্ত হলে অবচেতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) মদ পানকে সকল পাপের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করছেন।

عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي ﷺ لاتشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر

আবু দ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মদ (স.) উপদেশ দিয়েছেন: শরাব পান কর না। কারণ, তা সমস্ত পাপাচারের দরজাস্বরূপ।[৭৬]

রাসূলুল্লাহ (স.) অন্য হাদীসে বলেছেন,

إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّ خَطِيئَتَهَا تَفْرَعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ.

"সাবধান! শরাব পরিহার করো। কারণ শরাবের পাপ অন্যান্য সমস্ত পাপাচারকে আওতাভুক্ত করে নেয় (অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে), যেমন তার গাছ (আঙ্গুর গাছ) অন্যান্য গাছের উপর ছড়িয়ে যায়।"[৭৭]

উসমান ইব্ন অফাফ্ফান (রা.) থেকে একটি ঘটনাও বর্ণিত আছে। উসমান (রা.) বলেন-

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَىَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"তোমরা মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ কর। কেননা তা সকল প্রকার পাপের মূল। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক ভ্রষ্টা রমণী তাকে

74 Al-Qur'an, 5: 91

75 Mmufti muhammad shafi, *Tafsire ma'areful Quran* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2011), voll. 3, 201

76 Imam Ibne Majah, *Assunan* (Riyad: Darus Salam Prokashoni, march 1999), Hadith no: 3371

77 ibid, Hadith no: 3372

নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক চাকরাণীকে তার (আবেদ ব্যক্তি) নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। যখন সে ঘরে প্রবেশ করলো তখন ঐ দাসী ঘরের সব ক'টি দরজা বন্ধ করে দিলো। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা শরাব। সেই নারী আবেদকে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এই শরাব পান করবেন অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বললো, আমাকে এই শরাবের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা শরাবই পান করালো। তখন সে বললো, আরও দাও। অবশেষে ঐ আবেদ তার সাথে ব্যভিচার ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ করলো না এবং সে ঐ ছেলেকেও হত্যা করলো। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ করো। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ! শরাব ও ঈমান একত্র হতে পারে না, এমনকি একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।"[৭৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিকারের উপায়সমূহ

মাদককে হারাম ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা : ইসলাম মানুষের জন্য যা কল্যাণকর কাজ ও বস্তু হালাল করেছে, আর যা ক্ষতিকর তা হারাম করেছে। মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্য কোন বস্তু উপকারী আর কোন বস্তু অপকারী তা বিবেচনা করেই ইসলামী বিধান প্রণয়ন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।"[৭৯]

শরীআতের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীআত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[৮০]

প্রতিটি যুগে মাদককে চরিত্র বিনষ্টকারী ও সকল ভাল ও সৎকর্মের অনিষ্ঠকারী হিসাবে গণ্য করা হতো। জাহেলী যুগের সুশীল সমাজ মাদককে চরমভাবে ঘৃণাভরে

78 Imam Nasai, *Assunan* (Riyad: Darussalam Prokashoni, 1999), Hadith no: 5669

79 Al-Qur'an, 7: 157

80 Al-Qur'an, 2: 286

প্রত্যাখ্যান করলে ও অধিকাংশ আরব ও অনারবরা মাদককে পছন্দ করত ও তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করত। তাই ইসলাম মাদককে নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে না দিয়ে কয়েকটি স্তরে তা নিষিদ্ধ করেছে।

প্রথম স্তরঃ এর ক্ষতিকর ও ভয়াবহ দিকগুলো তুলে ধরেছে। আল-কুরআনুল কারীমে এরশাদ হচ্ছে-

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

"এবং খেজুর বৃক্ষের ফল ও আংগুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক" ... ।"[৮১]

দ্বিতীয় স্তরঃ কতিপয় সাহাবী যখন মাদক এর ক্ষতিকর দিকগুলো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন তখন রাসূল (স.) এর নিকট নিবেদন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (স.) মদ এর ব্যাপারে আমাদেরকে ফতোয়া বা বিধান প্রদান করুন, কারণ তা মানুষের বিবেককে ধ্বংস করে দেয় এবং সম্পদ বিনষ্ট করে। তখন নাযিল হয়-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।"[৮২]

আয়াতের স্পষ্ট নির্দেশনার প্রতি লক্ষ রেখে কিছু সংখ্যক সাহাবী মদ পান করা ত্যাগ করলেন। পক্ষান্তরে কতিপয় সাহাবী আয়াতের দ্বিতীয় অংশ ومنافع للناس এর বাহ্যিক দিক বিবেচনায় তা পান করা বৈধ মনে করলেন। এমতাবস্থায় একদা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) কতিপয় সাহাবীকে ওলীমা বা বৌভাতের নিমন্ত্রণ করলেন, তারা খাবার গ্রহণ শেষে মাদক গ্রহণ করার পর মাগরিবের নামাজে দাঁড়ালেন। ইমাম সাহেব নামাযে সূরা কাফিরুন এর আয়াত পড়ার সময় ভুল করে একটি 'না বোধক শব্দ' বাদ দিয়ে পড়লেন যাতে আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেলো।

৩য় স্তরঃ উপরে উল্লেখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হওনা, যতক্ষন না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার।"[৮৩]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নামাযের সময় মদ পান করার ব্যাপারে প্রকাশ্য নিষেধাজ্ঞা আসায় অধিকাংশ মুসলমান তা পুরোপুরি বর্জন করলেন। পক্ষান্তরে যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ পান করার ব্যাপারে কোন

81 Al-Qur'an, 16: 67
82 Al-Qur'an, 2: 219
83 Al-Qur'an, 4: 43

সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেহেতু কতিপয় মুসলমান অন্যান্য সময়ে মদ পান করাকে বৈধ মনে করলেন।

৪র্থ স্তরঃ একবার উতবান ইবনে মালিক (রা.) এর নিমন্ত্রণে এসে কতিপয় সাহাবী খাবার শেষে মাদক গ্রহণ করলেন। নেশাগ্রস্ত হয়ে পরস্পরে বংশ মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে মারামারিতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। সংবাদটি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট পৌঁছালে তিনি তা প্রজ্ঞার সাথে সমাধান করে দিলেন। তবে উমর (রা.) বেজায় চটে গিয়ে রাসূলুল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করলেন-

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাদকের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা বা বিধান প্রদান করুন", তখন নাযিল হলো[৮৪]-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?"[৮৫]

এই আয়াতের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা মদ সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধের ঘোষণা প্রদান করলেন। তারপর মুসলমানগণ আল্লাহর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত সব ধরনের মাদকের পাত্রগুলো মদীনার অলি-গলীতে ঢেলে বন্যার শ্রোতের মতো ভাসিয়ে দিলেন। তারপর থেকেই সব ধরনের মাদক গ্রহণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম বলে পরিগণিত হলো।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) ছিলেন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত। মহান আল্লাহ্ বলেন- وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।"[৮৬] মানুষের জন্য কল্যাণকর বা উপকারী মহান আল্লাহ্ তাই হালাল করেছেন। পক্ষান্তরে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর তা তিনি হারাম করেছেন। কুতাইবা ইবনু সাঈদ (রহ.) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবদুল আজিজ অর্থাৎ আদ-দারাওয়ারদি (রহ.) আমাদের কাছে বর্ণনা

84 *Imam Nasai*, *Assunan*, Hadith No: 5542
85 Al-Qur'an, *5*: 90-91
86 Al-Qur'an, 21 : 107

করেছেন, তিনি উমারা ইবনু গাযিয়্যা (রহ.) থেকে, তিনি আবু যুবাইর (রহ.) থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- এক ব্যক্তি জাইশান থেকে এসেছিলেন। জাইশান ইয়েমেনের একটি স্থান। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তাদের এলাকায় ভুট্টা থেকে তৈরি মিযর নামক একটি পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন নবী (সা.) বললেন, "এটি কি নেশা সৃষ্টি করে?" লোকটি বললেন, "হ্যাঁ।" তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ

"প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম। নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় পানকারীর ব্যাপারে মহান আল্লাহ অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি তাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' পান করাবেন।" সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! 'ত্বীনাতুল খাবাল' কী?" তিনি বললেন: "তা হলো জাহান্নামবাসীদের ঘাম অথবা জাহান্নামবাসীদের শরীর থেকে নির্গত পুঁজজাতীয় তরল।"[৮৭]

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ.) ও তাদের অনুসারীদের মতে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত[৮৮]। তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন: (أخف الحدود ثمانون جلدة) মদ্যপানের ন্যূনতম শাস্তি হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত।[৮৯] ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মদ্যপানের শাস্তি চল্লিশ বেত্রাঘাত। তারা তাদের মতের সপক্ষে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন[৯০]:

عن أنس (رض) أن النبى (ص) كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين .

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী (স.) মদ্যপানের শাস্তি হিসেবে জুতা বা বেত দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন।[৯১]

অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এ ক্ষেত্রে হদ্দ হলো ৮০ বেত্রাঘাত। অন্যদিকে, ইমাম শাফেয়ি, আবু সাওর ও দাউদ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে হদ্দ হলো ৪০ বেত্রাঘাত।[৯২] মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি, অভিযুক্ত ব্যক্তির দায়বদ্ধতা এবং অপরাধ প্রমাণের পদ্ধতি বিবেচনা করা আবশ্যক। তাই এক্ষেত্রে হদ্দ বিবেচনা

87 Abū al-Husāyn Muslīm, *As-Sahih*, Hadith no: 2002

88 Abdur Rahman al-jaziri, *kitabul fikhee alal majahibil arbaaa* (Boirut: darul kutub al-ilmiyah, 2002), vol. 5, 14

89 Abū al-Husāyn Muslīm, *As-Sahih,* Hadith no: 4452

90 Abdur Rahman al-jaziri, kitabul fikhee alal majahibil arbaaa, 15

91 Abū al-Husāyn Muslīm, *As-Sahih*, Hadith no: 4456

92 Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), vol. 4, 227

করে শাস্তি দেওয়ার পাশাপাশি তাযীর হিসেবে অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। শাস্তি প্রয়োগের বিষয়টি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা স্বেচ্ছাচারী পদক্ষেপের বিষয় নয়; এটি বৈধ বিচারিক কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত আইনগত প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশেষত তাযীরের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন ক্ষমতা থাকলেও তা ন্যায়বিচার, আনুপাতিকতা এবং শরয়ি নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হবে।

আধুনিক মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে ইসলামী বিধানের প্রযোজ্যতা ও ফিকহি মতামত : ইসলামে মাদকদ্রব্যের বিধান নির্ধারণের অন্যতম ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মায়িদার ৯০ নম্বর আয়াত, যেখানে মদ ও নেশাজাতীয় বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী মাদক আর প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম।"[৯৩]

এই মূলনীতির আলোকে আধুনিক মাদকদ্রব্য-যেমন হেরোইন, ইয়াবায় ব্যবহৃত মেথামফেটামিন, কোকেন, গাঁজা ও অন্যান্য নেশাজাতীয় পদার্থের বিধান নির্ধারণ করা হয়। এসব পদার্থের নাম প্রাচীন ফিকহি গ্রন্থে না থাকলেও, নেশা সৃষ্টি, বিবেক-বুদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং গুরুতর শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতির মতো বৈশিষ্ট্যের কারণে সেগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে ফিকহি ভিত্তি রয়েছে। ইবন তাইমিয়্যা তাঁর মাজমূ' আল-ফাতাওয়া গ্রন্থে নেশাজাতীয় গাঁজার বিধান আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, গাঁজা ও অনুরূপ নেশা সৃষ্টিকারী পদার্থ নিষিদ্ধ; এমনকি যেসব পদার্থ সরাসরি নেশা সৃষ্টি না করলেও বিবেক-বুদ্ধি বিলুপ্ত করে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হতে পারে।[৯৪] মিসরের দারুল ইফতা আধুনিক মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও ব্যবসাকে এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং ইসলামী শরিয়তের মূলনীতির আলোকে নিষিদ্ধ বলে বিবেচনা করেছে।[৯৫] আধুনিক মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে ৪০ বা ৮০ বেত্রাঘাত সরাসরি প্রযোজ্য বলে সাধারণ সিদ্ধান্ত দেওয়া যথাযথ নয়। সংশ্লিষ্ট মাদকদব্যের প্রকৃতি, তার নেশাকারক বৈশিষ্ট্য এবং অপরাধের ধরন বিশ্লেষণ করে শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে। মাদক উৎপাদন, পাচার, বাণিজ্যিক বিতরণ ও সেবনের মতো কাজকেও একই অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে বিচারক মাদকের প্রকৃতি, অপরাধের মাত্রা ও সমসাময়িক অবস্থা বিবেচনা করে রায় ঘোষণা করবেন।

93 Abū Abdullah Abū Dauad Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani, *As-Sunan* (Beirut : Maktaba Asriyah, 1420H.), Hadith no: 3679

94 Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmūʿ al-Fatāwā* (Medina: Majmaʿ al-Malik Fahd li-Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004), vol. 34, 205

95 ʿAbd al-Majīd Salīm, "Hukm Ta'ati al-Mukhaddirat wa al-Ittijar Fiha wa al-Ribh Minha" (Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah, fatwa no. 5047, July 29, 1940, https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15698.

আপনার আলোচ্য নয়টি বিষয়ের পক্ষে কুরআন, হাদিস ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাস্তব আচরণ থেকে দলিল উপস্থাপন করা যায়। তবে গবেষণাপত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বজায় রাখা উচিত: কিছু নির্দেশনা সরাসরি হাদিসে বর্ণিত, আর চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির মতো বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট শরয়ি নীতির আধুনিক প্রয়োগ। নিচে আরবি মূল পাঠ, বাংলা অর্থ ও সূত্রসহ বিষয়গুলো সাজিয়ে দেওয়া হলো।

মাদকের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবসা বন্ধ করা: ইসলাম মাদকাসক্তের শাস্তির বিধান দেওয়ার পাশাপাশি মদ উৎপাদন ও বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্টতার জন্য নিন্দা করেছে, যা মাদক প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও প্রভাবক হতে পারে। মাদকের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবসা বন্ধ ঘোষণা সম্পকিত হাদিসের বাণী,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ.

"আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) মদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণির ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন: মদ প্রস্তুতকারী, যার জন্য প্রস্তুত করা হয়, মদ্যপানকারী, বহনকারী, যার কাছে বহন করে নেওয়া হয়, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, এর মূল্য ভোগকারী, ক্রেতা এবং যার জন্য তা কেনা হয়।"[৯৬]

মাদকাসক্তকে অপমান ও সামাজিক বর্জন থেকে রক্ষা করে পুনর্বাসনের সুযোগ দেয়া: অপরাধের নিন্দা করা হলেও অপরাধীকে অপমান ও অভিশাপের পাত্র বানানো উচিত নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তির ভুল আচরণ সংশোধনের পাশাপাশি তার মর্যাদা, তওবা ও পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবার ও সমাজের উচিত তাকে চিকিৎসা গ্রহণে সহায়তা করা, বিদ্রুপ না করা এবং সুস্থ জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়া। নবী (সা.)-এর যুগে আবদুল্লাহ নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে 'হিমার' (গাধা) উপনামে ডাকা হতো। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হাসাতেন। নবী (সা.) তাঁকে মদ্যপানের অপরাধে বেত্রাঘাত করেছিলেন। একদিন তাঁকে আবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাঁর ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, ফলে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হলো। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললেন, "হে আল্লাহ! তাকে অভিশাপ দিন! তাকে তো কতবারই না এখানে আনা হয়!" এ কথা শুনে নবী (সা.) বললেন:

لاَ تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"তাকে অভিশাপ দিও না। আল্লাহর শপথ! আমি তো জানি, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে।"[৯৭]

96 Muhammad ibn Isa Al-Tirmidhi, *Jami' at-Tirmidhi* (Riyadh: Darussalam Publications, 2007), Hadith no: 1295

97 al-Bukhari, *As-Sahih*, Hadith no: 6780

উল্লিখিত হাদিসে দেখা যায়, আবদুল্লাহ (রা.) মদ্যপানের অপরাধে বারবার শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রতি অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছেন। বরং তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ওই ব্যক্তির ভালোবাসার কথা উল্লেখ করেছেন। এ হাদিস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, মাদক গ্রহণের মতো অন্যায় কাজের নিন্দা করতে হবে; কিন্তু এ কারণে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ঘৃণা করা, অপমান করা কিংবা তার প্রতি অভিশাপ দেওয়া সমীচীন নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে 'খারাপ মানুষ' হিসেবে চিহ্নিত করে সামাজিকভাবে বর্জন করা তার পুনর্বাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই তার মর্যাদা রক্ষা এবং পরিবার ও সমাজে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা জরুরি। হাদিসটি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার শিক্ষা দেয় না; বরং অন্যায়ের নিন্দা এবং অপরাধীর প্রতি মানবিক আচরণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার শিক্ষা দেয়। আধুনিক মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে এ নীতি চিকিৎসা, কাউন্সেলিং, পুনর্বাসন ও পুনরায় মাদক গ্রহণ প্রতিরোধের কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সর্বোপরি, হাদিসটি থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তির অপরাধকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে সংশোধন ও পুনর্বাসনের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

পুনর্বাসন পরবর্তী স্বাভাবিক জীবনে ফেরার ক্ষেত্রে সহায়তা করা: ইসলামে মাদকাসক্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন বলতে শুধু মাদক পরিত্যাগ করানো নয়; বরং তাকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া, তওবা ও আত্মশুদ্ধিতে উৎসাহিত করা, অপমান ও সামাজিক বর্জন থেকে রক্ষা করা এবং পরিবার ও সমাজে সুস্থভাবে ফিরে আসতে সহযোগিতা করাকেও বোঝায়। মাদকাসক্তি একটি মানসিক ব্যধি (রোগ) হিসেবে চিহ্নিত। তাই মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা আসক্তি-চিকিৎসায় অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে উৎসাহিত করা যায়। প্রয়োজনে ওষুধ, কাউন্সেলিং, পারিবারিক সহায়তা ও পুনর্বাসনসেবা সমন্বিতভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলাম যেকোনো রোগ থেকে পরিত্রাণ লাভে চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহ দেয়। উসামা ইবনু শারিক (রা.) থেকে বর্ণিত, সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব?" তিনি বললেন,

تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً

"তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা, মহান আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার প্রতিকারও তিনি সৃষ্টি করেননি।"[৯৮]

চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি পরিবারে ও সমাজে ফিলে এসে জীবন-জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করতে হবে, কেননা সকল সৎকর্মে সহায়তা করা ইসলামে রীতি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।"[৯৯]

98 Abū Dauad, *As-Sunan,* Hadith no: 3855

এ আয়াতের আলোকে পরিবারের সদস্য, আলেম-ওলামা, শিক্ষক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারীরা সমন্বিতভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করতে পারেন। তাকে কর্মমুখী করা, পরিবারে সম্পর্ক পুনর্গঠন, সৎ সঙ্গের ব্যবস্থা এবং পুনরায় মাদক গ্রহণের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এ নীতির বাস্তব প্রয়োগ হতে পারে। চিকিৎসা সেবা গ্রহণ, পারিবারিক ও সামাজিক সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যক্তিতে মাদকাসক্তির অসৎ পথ থেকে বেরিয়ে এসে তাকওয়ার পথে জীবন পরিচালনা প্রতিজ্ঞাও করতে হবে। এক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, আত্মসমালোচনা ও নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ধর্মীয় পরামর্শ তাকে আত্মবিশ্বাস ও জীবনের উদ্দেশ্য ফিরে পেতে সহায়তা করতে পারে।

সুপারিশমালা

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তি ও মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে করণীয় বিষয়াদি হলো-

১. **ব্যক্তিপর্যায়েঃ** মাদকাসক্তি প্রতিরোধে আত্মসচেতনতা, নৈতিক শিক্ষা ও আত্মসংযমের চর্চা বাড়াতে হবে।

২. **পরিবারের ভূমিকাঃ** সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হওয়া, তাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ এবং মাদকাসক্তির লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **সামাজিক ভূমিকাঃ** মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে বর্জন না করে চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ দিতে হবে।

৪. **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ** মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **রাষ্ট্র ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাঃ** মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ, মাদক ব্যবসা প্রতিরোধ এবং আইন প্রয়োগে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **আলেম-উলামা ও গণমাধ্যমঃ** ধর্মীয় মূল্যবোধ, জনসচেতনতা এবং মাদকবিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. **ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগঃ** মাদক প্রতিরোধে ইসলামের নৈতিক নির্দেশনা ও মাকাসিদুশ শরিয়াহর লক্ষ্য-বিশেষত জীবন, বুদ্ধি ও পরিবার রক্ষা-বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. **গবেষণা ও মূল্যায়নঃ** মাদক ও অপরাধের সম্পর্ক, প্রতিরোধমূলক উদ্যোগের কার্যকারিতা এবং পুনর্বাসনব্যবস্থা নিয়ে আরও তথ্যভিত্তিক গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

[99] Al-Qur'an, 5:2

উপসংহার

মাদকাসক্তি একটি ঘৃণিত ব্যাধি। এর ফলে বিভিন্ন অপরাধের সূত্রপাত হয়। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মাদকে হারাম ঘোষণা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ অপরাধের শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। বাংলাদেশ মাদকাসক্তির সংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে ৭ম স্থানে অবস্থান করছে। সরকার মাদক নিমূলে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করলেও মাদক বিস্তার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা অহরহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিভিন্ন অপরাধের পরিসংখ্যান ও মাদকাসক্তির পরিমাণ থেকে মাদকাসক্তি ও অপরাধে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এটি সমাজ দেহের এমন একটি দুষ্টক্ষত, যা সমাজের সর্বদেহে নানামুখী সমস্যার জন্ম দেয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট জনসংখ্যা মুসলমান, তাই এ অপরাধ দমনে ইসলামের প্রতিকারমূলক নীতির বাস্তবায়ন ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। সর্বোপরি, প্রচলিত ও ইসলামী আইনের সমন্বিত প্রয়োগ, ধর্মীয়ও নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি দেশ থেকে ক্রমবর্ধমান মাদকের বিস্তার নিরোধ করতে পারে।

Bibliography

Al-Qur'an

A.S. Hornby, *Oxford advanced Learners Dictionary of Current English*, *Eighth edition* 2005. Oxford : Oxford University Press, 2005.

ʿAbd al-Majīd Salīm, "Hukm Ta'ati al-Mukhaddirat wa al-Ittijar Fiha wa al-Ribh Minha" Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah, fatwa no. 5047, July 29, 1940, https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15698.

Abdur Rohim, Moulana Muhammad. *aporadh protirodhe Islam*. Dhaka: Islamic foundation Bangladesh, 1991.

Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah, *Majmūʿ al-Fatāwā*. Medina: Majmaʿ al-Malik Fahd li-Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004

Ahopelto, Emil. Asogwa, Ada. Kremer, Alexander. Rizvi, Amna. Saberi, Lily and Shields, Abigail. 'The Impact of Substances on the Brain: Relationship Between Substance Use and Crime', *OxJournal*, Oct 20, (2025)

Alam (edi.), Dr Md Faruq. *National Mental Health Survey 2019*. Dhaka: National Institute of Mental Health, 2019.

Alam, Sheikh Jahangir. 'madaker thabay barche nrisangso hotya', *Daily khaborer kagoj*, 12 August, 2025, https://www.khaborerkagoj.com/special-report/877397

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. *As-Sahih*. Riyadh: Darussalam Publishers, 1999.

Ali, Dr. Ahmad. *Islame Shasti Ain*. Dhaka: Bangladesh Islamic Centre, 2009; Kamal, Mohammad Mostafa. *Moulik Samasya Samadhane Islam*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2006.

Ali, Mohamad. Moniruzzaman, Mohammad & Tareque, Jahangir. *Bengali-English Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy, 2010.

al-jaziri, Abdur Rahman. *kitabul fikhee alal majahibil arbaaa*. Boirut: darul kutub al-ilmiyah, 2002.

Al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. *Jami' at-Tirmidhi*. Riyadh: Darussalam Publications, 2007

Amin, Dr. Muhammad Ruhul & Khan, Mohammad Abu Jafar. "Bangladesher prekhapote madokdrobyo o madoksokti samasya: Islami dristivongi", *Islamic foundation patrika* 40:4 (april-june, 2001) : 63

an-Naysābūrī, Abū al-Husāyn Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushayrī. *As-Sahih*. Dār Ihyāʾ al-Turāth al-ʿArabī., 1955.

assijisttani, Abū Abdullah Abū Dauad Soliman bin Asas bin Ishaq. *As-Sunan*. Beirut : Maktaba Asriyah, 1420H.

ʿAwdah, ʿAbd al-Qadir. *Al-Tashriʿ al-Jinaʾi al-Islami Muqaranan bil-Qanun al-Wadʿi*. Cairo : Dar al-Hadith, 2009.

Boles, Sharon M. and Miotto, Karen. 'Substance abuse and violence: A review of the literature', *Aggression and Violent Behavior* 8:2 (2003) : 155-174, https://doi.org/10.1016/S1359-1789(01)00057-X.

Department of Narcotics Control, *Annual Report 2023-2024*. Dhaka: Department of Narcotics Control, Home ministry, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2024.

Goldstein, P. J., The drugs/violence nexus: A tripartite conceptual framework. *Journal of Drug Issues* 15:4 (1985), 493–506. https://doi.org/10.1177/002204268501500406

Haque, Dr. Muhammad Enamul. *byaboharik bangla abhidhan*. Dhaka: Bangla Academi, 2014.

https://www.channelionline.com/

Ibn Rushd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Cairo: Dar al-Hadith, 2004.

Imam Ibne Majah, *Assunan*. Riyad: Darus Salam Prokashoni, march 1999.

Imam Nasai, *Assunan*. Riyad: Darussalam Prokashoni, 1999.

Islam, Jahirul. "The Rise of Drug Addiction in Bangladesh: Searching of Ways to Minimize this Problem in the Context of Islam." *Islami Ain O Bichar*. 13:49 (2023): 121–152. https://doi.org/10.58666/s2y6m783

Kamali, Mohammad Hashim. *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 2019. https://doi.org/10.1093/oso/9780190910648.001.0001

Khan, S. I. Irfan, S. D. & Khan, M. N. M. (2021). "I held on to the police's leg for mercy": Experiences of adversity, risk and harm among people who inject drugs during an anti-drug drive in Dhaka, Bangladesh. International Journal of Drug Policy, 92, Article 103299. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103299

Khan, T. H. & Rahman, M. Z., Drug-crime nexus explored: A study on the youths of selected urban areas in Munshiganj District, *Bangladesh. Developing Country Studies* 3:9 (2013)

Kooistra, Emmeke B. "Substance Abuse, Self-Control and Crime." *The Cambridge Handbook of Compliance*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Laksana, A. W., Hartiwiningsih, H., Purwadi, H., & Mashdurohatun, A. "The Sufism healing as an alternative rehabilitation for drug addicts and abusers", *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 11:1 (2023)

Maehira, Y., Chowdhury, E.I., Reza, M. et al. "Factors associated with relapse into drug use among male and female attendees of a three-month drug detoxification–rehabilitation programme in Dhaka, Bangladesh: a prospective cohort study". *Harm Reduct* 10:14 (2013). https://doi.org/10.1186/1477-7517-10-14

Mithu, Ariful Islam. 'Research findings show that around 20% of drivers in the accidents are drug addicts', *The Business Standard*, 19 July, 2022, https://www.tbsnews.net/features/panorama/research-findings-show-around-20-drivers-accidents-are-drug-addicts-460890

Monitor, South Asia. 'With rising road accidents, Bangladesh makes dope test mandatory for professional driving license', https://www.southasiamonitor.org/bangladesh/rising-road-accidents-bangladesh-makes-dope-test-mandatory-professional-driving-license,

Musa, Mawlana Muhammad. & Haque, Mawlana Muhammad Mujammel. *bidhiboddho islami ain*. Dhaka: Islamic foundation Bangladesh, 2018.

Rahman, Dr. M. Fazlur. *al-Mu'jam al-Wafi*. Dhaka : Riyad Prakashani, 2014.

Samad, Dr. Muhammad. "madoksokti ebong madokdrobyo chorachalaner rajnoitik o orthonoitik dik", *dhaka bishwabidyalay potrika* 42(1992) : 48

shafi, Mmufti muhammad. *Tafsire ma'areful Quran*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2011)

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *World Drug Report 2022*. Vienna: United Nations, 2022. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html.

Young, Kimbal. and Raymond, W. Mack. *Sociology and Social Life*. USA : New Yourk, 1962.

Zhong, Shaoling et al. "Drug Use Disorders and Violence: Associations With Individual Drug Categories." *Epidemiologic reviews* 42:1 (2020): 103-116. doi:10.1093/epirev/mxaa006

Alokito Bangladesh

Bangladesh pratidin

Daily Amader samoy

Daily Bhorer Kagoj

Daily Inqilab

Daily Janakantha

Daily Naya Diganta

Daily Prothom Alo

Daily Sun

https://www.dailyprotidinerbani.com

https://www.dhakatribune.com

https://www.ekushey-tv.com/114163

https://www.police.gov.bd

https://www.risingbd.com/risingbd-special/news/199164